তারিখ 12 NOV 1986
পৃষ্ঠা 5 কলাম 1

দৈনিক বাংলা

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

002

ভর্তি-বৃত্তিতে ভুয়া ছাত্র

দৈনিক বাংলায় সোমবার প্রকাশিত এক রিপোর্টে জানা গেছে,
সোভিয়েট ইউনিয়ন, পূর্ব জার্মানী, পোল্যান্ড, বুলগেরিয়া ও
ভারতে লেখাপড়ার জন্য বৃত্তির কয়েক হাজার আবেদনকারী
ছাত্রের মধ্যে বহুসংখ্যক ভুয়া। এইচএসসি পাস ছাত্রদের উচ্চ
শিক্ষার জন্য বরাদ্দকৃত এসব বৃত্তির জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়
ঘোষণা করেছিল, আবেদনকারী ছাত্রদের এসএসসি ও এইচএসসি
উভয় ক্ষেত্রেই শতকরা ৭২ ভাগ নম্বর পেতে হবে। পরীক্ষা
করে দেখা গেছে, আবেদনকারীদের অনেকেই এসএসসি বা
এইচএসসি কোন পরীক্ষাতেই পাস করেনি। অনেকে আবার
পাস করেছে ঠিকই, কিন্তু আবেদন করার মতো নম্বর পায়নি
বলে মার্কশীট জাল করেছে। এরা হাত পাকিয়েছে ভালই।
এমন ঘটনা শুধু বৃত্তির ক্ষেত্রেই নয়, ভর্তির ক্ষেত্রেও ঘটে। পরী-
ক্ষায় ন্যূনতম যোগ্যতা অর্জন করতে ব্যর্থ হয়ে মার্কশীট
জাল করে অনেকেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্যান্য উচ্চ শিক্ষা
প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হয়ে পাস করে গেছে। তাদের অনেকে এসএসসি
এইচএসসি পাস না করেও বিএ-এমএ পাস করে সার্টিফিকেট
নিয়ে চলে গেছে। এই পরিণতি শিক্ষাক্ষেত্রে দেশব্যাপী নকল
প্রবণতারই ফসল। যে ছাত্র এসএসসি এইচএসসি নকলের
আশ্রয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে, কিংবা যোগাড় করেছে উত্তীর্ণের জাল
সার্টিফিকেট, তার পক্ষে এই জালিয়াতির উদ্যোগ নেয়া অসম্ভব
কিছু নয়। এই অবস্থা নিরসনের জন্য তাই, প্রাথমিকভাবে যা
করণীয় তা হচ্ছে, পরীক্ষায় নকল প্রবণতা দূর করার ব্যবস্থা।

এই জাল সার্টিফিকেটধারীদের বিরুদ্ধে দুর্নীতি দমন সংস্থায়
মামলা দায়ের করার কথা চিন্তা করা হচ্ছে। আমরা আশা
করি এইসব জালিয়াতির বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থার পাশা-
পাশি সামাজিক ব্যবস্থা গ্রহণেরও প্রয়োজন। তার অংশ হিসাবে
এদের সচিত্র পরিচয়ও প্রকাশ করে দেয়া দরকার। এ ব্যাপারে
সংশ্লিষ্ট ছাত্রদের অভিভাবকগণও তাদের দায়িত্ব অস্বীকার
করতে পারবেন না। আমরা আশা করি সামাজিক ন্যায়বিচারের
স্বার্থে এসব দুর্নীতি-জালিয়াতি দমনে কি ব্যবস্থা নেয়া হল
তা জনসাধারণকে অবহিত করা হবে।